এই ক্যামেরাটি ▶
আপনাদের দেখছে

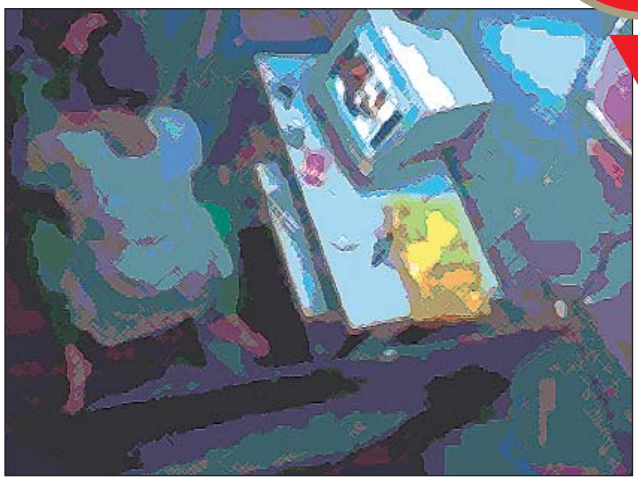

যে কোনো জায়গায় হতে পারেন

ব্ল্যাকমেইল

সুমনরা আবার তৎপর। হাইটেক পদ্ধতি

যাদের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি তারা বলেন, আমরা তো দিব্যি রিকশায় ঘুরে বেড়িয়ে, সিনেমা দেখেই প্রেম চালাতাম। আর এখন... এখন কিছুই হয় না। রিকশা নেই, রাস্তায় নিরাপত্তা নেই। সিনেমা হল নেই, ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিক বিকাশের পরিস্থিতিগুলো বিলুপ্ত হচ্ছে। অভিভাবকরা ভাববেন নিরাপত্তার কথা। কিন্তু সমাজ দ্বিধান্বিত। সমাজভীতি থেকে ছেলেমেয়েদের জীবন অনেক গুরুত্বপূর্ণ এটা ভাবতে যদি পারতাম তবে ছেলেমেয়েরা এমন বিপদে পড়তো না। এবারের প্রচ্ছদ সামাজিক হিপোক্রেসির শিকার কিভাবে হচ্ছে ছেলেমেয়েরা তারই কথা। আমরা দ্বিধান্বিত বলেই তৈরি হচ্ছে সমাজের এই বদ্ধ খুপরি... লিখেছেন **বদরুদ্দোজা বাবু**

প্রচ্ছদের ছবিটি যতটা আবছা, অস্পষ্ট আপনি দেখছেন ততটা অস্পষ্ট আসলে না। নরনারীর এ আচরণ গোপন, একান্ত এ ছবি কখনো প্রেমিক-প্রেমিকার সম্মতি ছাড়া প্রকাশ করা নীতি পরিপন্থী। এটা মানুষের স্বাভাবিক আচরণ। কিন্তু ছবিটি তোলা হয়েছে গোপন ক্যামেরায়। স্পষ্ট ছবিকে আমরা আবছা করে প্রকাশ করছি এর ভয়াবহতা সম্পর্কে প্রেমিক-প্রেমিকাকে সাবধান হতে। সবাইকে মনে রাখতে হবে আমরা বাস করি বিকৃত হিপোক্র্যাট সমাজে। এখানে দোষী কে? যে ছবি তুলেছে সে। কিন্তু সমাজ অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করবে এই যুগলকে। সমাজ এদের জীবনকে করে তুলবে দুর্বিষহ। আট-দশটা প্রেমিক-প্রেমিকা একান্ত সান্নিধ্যে যেমন আচরণ করেন এই যুগলটি তার ব্যতিক্রম নয়। আসলে অপরাধী, অপরাধ করেছে তারা, যারা এই ব্যক্তিগত সময়কে লুকিয়ে ক্যামেরাবন্দি করেছে। কারা এই অপরাধী? এটাই ২০০০-এর অনুসন্ধান।

এসব প্রশ্নের উত্তরের সন্ধান করার আগে জানা প্রয়োজন ছবিগুলো কিভাবে এলো ২০০০-এর কাছে। কয়েক মাস আগে সাপ্তাহিক ২০০০-এর কম্পিউটার বিভাগের প্রতিবেদক সাদিক মোহাম্মদ আলম-এর মেইলবক্সে একটি ই-মেইল আসে। 'ঢাকার সাইবার ক্যাফে' শিরোনামে একটি নতুন মেইল। ই-মেইলটি খুব একটা বড় নয়।

ই-মেইলটির সঙ্গে সংযুক্ত ছিলো ৭টি ছবি। ক্লিক করতেই একটি একটি করে ছবি স্ক্রিনে চলে আসে। কিছুটা আবছা, কিছুটা অল্প আলোয় ছবিগুলো তোলা। তারপরও বোঝা যাচ্ছে ছবির বিষয়বস্তু। প্রেমিক-প্রেমিকার অন্তরঙ্গ মুহূর্তে তোলা ছবি। ওপর থেকে ছবিগুলো তোলা হয়েছে ওয়েবক্যাম

দিয়ে। কিন্তু চেনা যায় যুগল। রুমটির ছাদে কোনো এক জায়গায় ক্যামেরাটি লুকানো ছিলো। প্রেমিক-প্রেমিকারা বুঝতে পারেননি যে তাদের ছবি তোলা হচ্ছে। ছবিতে দেখা যায়, প্রেমিক-প্রেমিকা দু'জনে একটি কম্পিউটারের সামনে বসে। অল্প এই জায়গাতে শুধু দু'জনই বসতে পারে। কম্পিউটার ও বসার অল্প একটু জায়গা বাদে চারপাশে বোর্ড দিয়ে খুপড়ি ঘরের মতো করা হয়েছে। চারপাশের পরিবেশ দেখলে বোঝা যায় এটা কোনো সাইবার ক্যাফেতে তোলা হয়েছে। এবং তা করা হয়েছে যুগলের অজান্তে।

সুমন-পিন্টু তাদের বান্ধবীদের সঙ্গে মিলনের ভিডিও করতো। তারপর সেই সিডি চলে যেত বাজারে। আর নতুন সুমনরা প্রথমে ফাঁদ পাতে ব্যবসায়িক কারণে। সাইবার ক্যাফেতে এমন পরিবেশ তৈরি করে যেন প্রেমিক-প্রেমিকা অন্তরঙ্গ হতে পারে। যাতে তরুণদের কাছে তার ক্যাফে জনপ্রিয় হয়। আর গোপন ওয়েব ক্যামেরাতে যুগলটির ব্যক্তিগত মুহূর্ত দৃশ্যবন্দি করার বিকৃত প্রবৃত্তির সঙ্গেও আরো লাভের চিন্তা আসে কারো

স্টোনিব্রুক, নিউইয়র্ক থেকে পরিচিত একজন আমেরিকান বন্ধু এই ই-মেইলটি বাংলাদেশে তার কয়েকজন বন্ধুকে পাঠায়। সে জানায়, প্রথমে ছবিগুলো ঢাকা থেকে আসে তার কাছে ই-মেইলে। আমেরিকান বন্ধুটি জানতে চায়, বাংলাদেশের সাইবার ক্যাফেগুলো এমন কেন? বিস্ময়ে জানতে চেয়েছে গোপনে এসব ছবি তুলে কি লাভ তাদের?

অনুসন্ধান শুরু করলো সাপ্তাহিক ২০০০।

তৎপর নতুন 'সুমন'রা

মূল বিষয়টি নতুন নয়। ২০০১-এর ডিসেম্বরে সাপ্তাহিক ২০০০ একটি প্রচ্ছদ কাহিনী করেছিল 'মেয়েরা সাবধান! এদের ধরিয়ে দিন' শিরোনামে। সুমন-পিন্টু কিভাবে লুকিয়ে রাখা ভিডিও ক্যামেরার মাধ্যমে দৈহিক মিলনের দৃশ্য ধারণ করে সিডিতে বাজারে ছাড়ে তা প্রতিবেদনটিতে প্রকাশিত হয়। অবশ্য এর আগেই সিডির মার্কেট, ভিডিও দোকানগুলোতে এসব সিডি ভাড়া এবং বিক্রির তালিকায় শীর্ষে ছিল। প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হবার পর অনেকটা বন্ধ হয় এই ঘটনা। পিন্টু গ্রেপ্তার হয়। টাকার দাপটে সুমন পালিয়ে থাকে আমেরিকায়। ততদিন অবশ্য কয়েকজন নারীর জীবন অন্ধকার করে দিয়েছে সুমন। এবারের প্রচ্ছদ কাহিনী করার সময় ২০০০ খুঁজে পেয়েছে নতুন 'সুমন'দের। তাদের পদ্ধতিও ভিন্ন। উদ্দেশ্য একই।

সুমন-পিন্টু তাদের বান্ধবীদের সঙ্গে মিলনের ভিডিও করতো। তারপর সেই সিডি চলে যেত বাজারে। আর নতুন সুমনরা প্রথমে ফাঁদ পাতে ব্যবসায়িক কারণে। সাইবার ক্যাফেতে এমন পরিবেশ তৈরি করে যেন প্রেমিক-প্রেমিকা অন্তরঙ্গ হতে পারে। যাতে তরুণদের কাছে তার ক্যাফে জনপ্রিয় হয়। আর গোপন ওয়েব ক্যামেরাতে যুগলটির ব্যক্তিগত মুহূর্ত দৃশ্যবন্দি করার বিকৃত প্রবৃত্তির সঙ্গেও আরো লাভের চিন্তা আসে কারো। এ ছবি তারই ফসল। নতুন 'সুমন'রা ব্যবহার করছে নতুন প্রযুক্তি। তাদের পদ্ধতি হাইটেক।

নতুন 'সুমন'দের সন্ধানে

অনুসন্ধানের প্রথমে ছবিগুলোর সন্ধান করা হয়। একটি সূত্র থেকে জানা যায়, পর্নো বাংলাদেশ নামে একটি ওয়েবসাইট আছে, যেখানে সাইবার ক্যাফে থেকে তোলা ছবিগুলো আছে। ওয়েবসাইটটি বাংলাদেশের কোনো ব্যক্তির তৈরি। সাইটটির হোম পেজ, প্রথমেই লেখা আছে এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পর্নো ওয়েবসাইট। কয়েকটি লিংক দেয়া আছে। যেখানে বাংলাদেশের বিভিন্ন তারকার (সিনেমা ও টেলিভিশনের) ছবি পাওয়া যাবে। তবে দেখলেই বোঝা যায়, ছবিগুলো মাথা কেটে লাগানো হয়েছে। Spy/Hidden নামে আরেকটি লিংক রয়েছে। এই লিঙ্কের পাশে মন্তব্যের মধ্যে লেখা, এই ছবিগুলো বাংলাদেশের সাইবার ক্যাফে থেকে নেয়া। ক্লিক করতেই স্ক্রিনে আসে ৬টি ছবি। সবগুলো একই সাইবার ক্যাফের ছবি। প্রেমিক-প্রেমিকার অন্তরঙ্গ মুহূর্তে লুকানো ওয়েব ক্যামেরা দিয়ে তোলা হয়েছে ছবিগুলো। ছবি সাতটি দুই যুগলের।

ছবিগুলো দেখলেই বোঝা যায়, রুমটির ছাদের সঙ্গে লাগানো ছিল ক্যামেরা। আর সে সময় যারা ছিলেন নিঃসন্দেহ তারা জানতেন না যে ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলা হচ্ছে তাদের। এখন প্রশ্ন আসতে পারে, ঐ প্রেমিক জুটি কেন সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে এই ধরনের আচরণ করবেন? এর উত্তর দিতে হলে পুরো সমাজ ধরে টান দিতে হবে, লাগবে আরো কয়েকটি প্রচ্ছদ কাহিনী। আপাতত একই সঙ্গে যদি আরেকটি প্রশ্ন জুড়ে দেয়া হয়, ঢাকা নগরে প্রেমিক-প্রেমিকার কোথাও বসে গল্প করার জায়গা কি আদৌ আছে? তখন প্রশ্নকারীদের অবস্থান কি হবে? রেস্টুরেন্টে বসে কিছুক্ষণ সময় কাটানো যায়। কিন্তু উৎপাতহীন ভালো রেস্তোরাঁয় বসে প্রতিদিন গল্প করা সম্ভব নয় প্রেমিক-প্রেমিকার পক্ষে খরচের কারণেই। পার্কে বসে গল্প করতে গেলে পুলিশ, মাস্তান আর ভিক্ষুকদের উপদ্রব। পুলিশ এমন আইনের বর্ণনা দেবে যেন প্রেম করাটাই সবচেয়ে বড় অপরাধ। মাস্তানদের হাত থেকে বাঁচার তো কোনো সম্ভাবনাই নেই। তাহলে কি আমরা প্রেমহীন প্রজন্ম হিসেবে দেখতে চাই পরবর্তী প্রজন্মকে? রক্ষণশীলদের কেউ কেউ হয়তো বলবেন, প্রেম হলেই বা এমন করবে কেন? এর উত্তর দেবার প্রয়োজন নেই, কেননা এমন ধারণা হিপোক্রেসিরই নামান্তর।

সম্প্রতি সাপ্তাহিক ২০০০ 'প্রেম এখন কেমন' শীর্ষক একটি জরিপ পরিচালনা করছে। যা শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে। জরিপের প্রশ্নমালার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল, প্রেমের মধ্যে শরীরের প্রয়োজন কতটুকু? অপশন ছিল বেশ কয়েকটি। কেউই বলেননি শরীর অনাবশ্যক। এখান থেকে বোঝা যায়, প্রেমের মধ্যে শরীরের অবস্থান নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, তবে তার আবশ্যিকতা বিতর্কের ঊর্ধ্বে। আরেকটি প্রশ্ন ছিল আপনি 'প্রেম' কোথায় করেন? উত্তর ছিল পার্কে, রেস্টুরেন্টে, মার্কেটে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। একটি ঘর খালি ছিল এমন উত্তরের বাইরে অন্য কোনো উত্তর দেয়ার জন্য। আমরা দেখে অবাক হয়েছি যে, পার্কের থেকেও বেশি উত্তর এসেছে 'সাইবার ক্যাফে'তে। অর্থাৎ প্রেমিক-প্রেমিকাদের একটি বড় অংশের এখন ডেটিং প্লেস সাইবার ক্যাফে।

আমাদের দেশে সত্যিকার অর্থে প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্য সময় কাটানোর কোনো জায়গা নেই। পৃথিবীর সর্বত্র এখনো ম্যাটিনি শো টিনএজারদের মেলামেশার নিরাপদ জায়গা। কিন্তু এখানে সিনেমা বেদখল অশালীনতা আর মাস্তানির হাতে। ওখানে তৈরি হয় অপরাধচক্র। ঢাকা শহরে যে কয়টি পার্ক রয়েছে তার অবস্থা এতটাই খারাপ যে, সেখানে দিনের বেলা পর্যন্ত সাধারণ মানুষ যেতে ভয় পায়। কারণ পার্কগুলো মাদকসেবী, ছিনতাইকারী, টোকাই, ভিক্ষুকদের দখলে। শহরের ছিন্নমূল মানুষরা সেখানে ঘুরে বেড়ায়। এমনকি অনেকে স্থায়ী ঠিকানা পর্যন্ত বানিয়ে নিয়েছে। পুলিশ ওদের দেখছে কিন্তু তাদের কাজ ওদের দেখা নয়, ওরা খোঁজে সম্পন্ন ঘরের কোনো তরুণ-

তরুণী পাওয়া যায় কিনা। এই অবস্থায় পার্কে বসে সময় কাটানোর পরিবেশ আর নেই। অযত্ন, অবহেলায় পার্কগুলোর সৌন্দর্যও ম্লান প্রায়। তাই প্রেমিক-প্রেমিকাদের ডেটিং প্লেস হয়ে গেছে ফাস্টফুডের দোকান। দামী খাবার কিনে সেখানে এক-দুই ঘন্টা ডেটিং করা যায়, তবে প্রতিদিন কি আর সম্ভব? তাহলে প্রেমিক-প্রেমিকারা যাবে কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর নিয়ে ভাবে না আমাদের দেশ, সরকার। তারা একটির পর একটি পার্ক উজাড় হতে দিচ্ছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

আপনি হয়তো আপনার প্রিয়জনকে নিয়ে ঠিকই পার্কে গিয়েছেন কিন্তু আপনার নিরাপত্তা কে দেবে? যে পুলিশ নিরাপত্তা দেবার কথা পার্কে সে পুলিশ করে চাঁদাবাজি। যুগলের স্বাভাবিক সুন্দর সম্পর্ককে অবৈধ নাম দিয়ে করবে অপমানিত। এমন ঘটনা ঘটেছে এবং ঘটছে প্রতিদিন। বসার মতো জায়গা না পেয়ে খুঁজে বেড়ায় গোপনীয়তা।

আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোয় বাবা-মা, অভিভাবকরা জানেন যে ছেলেমেয়েরা মেলামেশা করবেই। তারা সে জন্য আদেশ জারি করেন না, জানতে চান ছেলেমেয়েরা 'সেফ' জায়গায় থাকছে কিনা। সেখানে দুপুরে সিনেমা হল, শপিংমল এবং কফিশপে কিশোর-কিশোরী ভিড় লেগে যায়। এখানে শপিংমল তৈরি হচ্ছে কিন্তু তাতে চলাফেরাই মুশকিল, ছেলেমেয়েরা বসবে কোথায়? ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিক বিকাশ রোধ করলেই এই অঘটন ঘটে।

সাইবার ক্যাফেতে তোলা প্রেমিক-প্রেমিকা জুটির ছবি এখন দেশী বিদেশী তরুণদের আগ্রহের, কৌতূহলের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। দেশী বিভিন্ন পর্নো ওয়েবসাইটে ছবিগুলো শোভা পাচ্ছে। একবার ভাবুন, ঐ ছেলেমেয়েগুলোর কি অবস্থা। পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের কাছে তাদের অবস্থান কোথায়? একটি ছবি হয়ত বদলে দিয়েছে তাদের জীবন।

কারা করছে এই কাজ? কেন করছে? শুধু কি বিকৃত রুচি? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে চেয়েছে সাপ্তাহিক ২০০০। অনুসন্ধানে বের করতে চেয়েছে এর প্রকৃত কারণ। সামনে নিয়ে এসেছে নতুন প্রেক্ষাপট।

লাভজনক ব্যবসা সাইবার ক্যাফে!

আমাদের দেশে কত সাইবার ক্যাফে রয়েছে তার কোনো হিসাব নেই। শহরের অলিতে গলিতে এখন সাইবার ক্যাফের ব্যানার। শুধু ঢাকা শহরে দুইশ'র ওপরে যে ক্যাফে আছে তা নিশ্চিত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ব্রাউজিং করার জন্য এত সাইবার ক্যাফের কি ঢাকায় প্রয়োজন আছে? উত্তর হচ্ছে, নেই। তারপরও আছে। কেন আছে সেটা জানতে একটু পেছনে ফিরে তাকানো প্রয়োজন।

আমাদের দেশে অনলাইন ইন্টারনেটের আগমন ঘটে ১৯৯৬ সালের ৪ জুন। এই দিনে ইনফরমেশন সার্ভিসেস নেটওয়ার্ক বা সংক্ষেপে আইএসএন বাংলাদেশকে প্রথমবারের মতো অনলাইন ইন্টারনেটের সঙ্গে যুক্ত করে এক নবদিগন্তের সূচনা করে। এরপর থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত এই ক্ষেত্রটি হয়েছে বিশাল। ইন্টারনেট সুবিধাকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য এক সময় ঢাকা শহরে গড়ে ওঠে সাইবার ক্যাফে। ১৯৯৭ সালে বনানীতে হয় প্রথম সাইবার ক্যাফে। তখন বিদেশী লোকজনদের ঠিকানা ছিল এই সাইবার ক্যাফে। ইন্টারনেট খরচ বেশি ছিল বলে দেশের সাধারণ মানুষ তখনও সাইবার ক্যাফেতে যেত না। পরবর্তীতে ইন্টারনেট খরচ কমার সঙ্গে সঙ্গে শুধু ঢাকা নয়, দেশের বিভিন্ন শহরে রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে সাইবার ক্যাফে ব্যবসা। সাইবার ক্যাফে সাধারণ মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় সুবিধাটি নিয়ে আসে তা হলো, নিজস্ব কম্পিউটার না থাকলেও অনলাইনে যুক্ত হয়ে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারা। এখন ঢাকা শহরের বিভিন্ন আবাসিক এলাকায়ও সাইবার ক্যাফে গড়ে উঠেছে। প্রথম দিকে সাইবার ক্যাফে ব্যবসা যতটা জমজমাট ছিল, এখন আর তা নেই। প্রথমদিকে ইন্টারনেট নিয়ে মানুষের আগ্রহ ছিল ব্যাপক। তরুণ-তরুণী ভিড় জমায় সাইবার ক্যাফেতে। আস্তে আস্তে মানুষের আগ্রহ কমে যায়। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেকশনের কল্যাণে ইন্টারনেট আরো সস্তা ও সহজসাধ্য হয়ে পড়ে। ফলে সাইবার ক্যাফেতে ভিড় কমতে থাকে। তবে এখনও মানুষ যায়। বড় ছোট সবগুলো সাইবার ক্যাফেতে ব্রাউজিং খরচ সমান হওয়ায় তরুণ-তরুণীরা সাধারণ সাইবার ক্যাফেগুলোতেই ঢুকতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। পাশাপাশি যারা অল্প মূলধনে ব্যবসা শুরু করে তারা ব্যবসায় ধরা খেয়ে যায়। এই ব্যবসাকে লাভজনক ব্যবসা মনে করে অনেক বেকার তরুণ উৎসাহী হয়েছে এ ব্যবসায়। শহরের বেকার তরুণটি বাবার শেষ সম্বলকে পুঁজি করে সাইবার ক্যাফে ব্যবসায় হাত বাড়িয়েছে। সে মনে করেছে হয়তো সে উতরে যাবে, স্বপ্নগুলো পূরণ করবে এ ব্যবসায় লাভবান হয়ে। ১৫/২০টি কম্পিউটার নিয়ে ৬/৭ লাখ টাকা খাটিয়ে অনেক তরুণের এখন দিশাহারা অবস্থা। এখন কিন্তু ফিরে যাবার উপায় আর নেই। এই শ্রেণীটি মরিয়া হয়ে উঠেছে। যেকোনো ভাবে খুঁজছে লাভ করার উপায়। শুধু যে লোকসান কমানো বা লাভ বাড়ানোর জন্য নতুন চিন্তা করছে তাই-ই নয় অনেকে বিকৃত মানসিকতা থেকেও হয়তো এমন কাজ করছে। বেছে নিচ্ছে লাভের বিভিন্ন পন্থা। তারই একটি পন্থা হিসেবে সাইবার ক্যাফেতে এসেছে খুপরি ঘর।

ব্যবসা ভালো খুপরি ঘরে

ছবিগুলো কোন সাইবার ক্যাফে থেকে তোলা হয়েছে তা অনুসন্ধান করতে প্রথমে কয়েকটি সূত্রকে কাজে লাগানো হয়। তাদের কাছে ছবিগুলো দেখিয়ে জানতে চাওয়া হয় এ সাইবার ক্যাফে কোনটি? এদের মধ্যে দুই-তিনজন সাইবার ক্যাফে ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। প্রথমে তারা ছবিগুলো দেখে চমকে ওঠেন। দুই একজন এ ধরনের ছবি তোলার কথা শুনলেও ছবিগুলো দেখেননি বলে জানান। এদের একজন বলেন, 'এ ধরনের কাজ হয়তো দেখা যাবে একটি সাইবার ক্যাফে করেছে। কিন্তু আঁচড় এসে লাগবে সবার গায়ে। তবে এ ধরনের ঘটনার যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।' টেলিফোনে পরিচিত একজন সাইবার ব্যবসায়ী জানালেন, বনানী, উত্তরা, ধানমন্ডি, গুলশান, মিরপুর, ওয়ারীতে এমন কিছু সাইবার ক্যাফে রয়েছে যেখানে এ ধরনের কাজ হতে পারে। কিন্তু এতো সাইবার ক্যাফের মধ্যে কোনটিতে এ ধরনের ছবি তোলা হয় তা বের করা যাবে কীভাবে? পান্থপথের একটি সাইবার ক্যাফের কথা শুনে সেদিনই বেরিয়ে পড়ি পান্থপথের উদ্দেশে। পান্থপথের সবগুলো সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে

মনে রাখতে হবে আপনি বাস করেন এমন নগরে যেখানে নাগরিকতা বলে কিছু নেই। থাকেন এমন সভ্যতায় যেখানে অসভ্যতাই স্বাভাবিক আচরণ। যেখানে প্রেম এখনও অর্ধ স্বীকৃত, কিন্তু প্রেমসুলভ আচরণ অস্বীকৃত। সব জায়গায় ওঁৎ পেতে আছে সুমনরা। তাদের হাই টেক পদ্ধতি থেকে সাবধানে থাকুন। সামাজিকভাবে সরকার ও পরিবারকে চিন্তা করতে হবে ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিক বিকাশের কথা মাথায় রেখে

মিল পাওয়া যায়নি ছবির সঙ্গে। পান্থপথে কয়েকটি সাইবার ক্যাফে আছে, তবে সেখানে তেমন কোনো আলামত নেই। কলাবাগানের দিকে যেতে হাতের বাঁ দিকে একটি সাইবার ক্যাফে সেখানে ঢুকে দেখা গেল অন্ধকার। লোকজন খুব একটা নেই। এক একটি রুম আলাদা আলাদা পার্টিশন দেয়া। সেখানেও মিল পাওয়া গেলো না।

বনানীতে একটি সাইবার ক্যাফের সন্ধান দিলেন একজন সোর্স। তিনি জানালেন, বনানীর ইউনিভার্সিটিগুলোর আশপাশে দু-একটি সাইবার ক্যাফে রয়েছে যেখানে এ ধরনের কাজ হতে পারে। বানানীতে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির গলিতে কোনো সাইবার ক্যাফে নেই। ছাত্র-ছাত্রীদের কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেল পাশের রোডে দুটি সাইবার ক্যাফে আছে। ইউনিভার্সিটি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এই সাইবার ক্যাফে দুটি জনপ্রিয়। যুগলদের কাছে এ জনপ্রিয়তা আরো বেশি। বনানী সি ব্লকের ১৭ নম্বর রোডের ৩ নম্বর বাড়িতে রয়েছে ইয়াহু সাইবার ক্যাফে। এই সাইবার ক্যাফে বিজ্ঞাপনই করে প্রাইভেট কেবিনের কথা বলে। ১০/১২টি কম্পিউটার রয়েছে এ ক্যাফেতে। তবে প্রতিটি বুথে আলাদা আলাদা পার্টিশন। ছোট রুমের ও দরজার ব্যবস্থা। এখন কয়েকটি বুথের দরজা বন্ধ। এসব বুথ এখন প্রেমিক-প্রেমিকাদের দখলে। ইউনিভার্সিটিগুলো খোলা থাকলে ইয়াহু সাইবার ক্যাফে খালি পাওয়া খুবই কষ্টকর। ঘন্টার পর ঘন্টা যুগলদের দখলে থাকে ক্যাফের বুথ। ছবিগুলোর সঙ্গে এখানকার ভেতরকার সাজসজ্জার মিল নেই। ইয়াহু সাইবার ক্যাফের সামনে আরেকটি সাইবার ক্যাফে আছে এক্সকিউজ নামে। এখানেও একই অবস্থা। ভিতরের পুরো পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে ডেটিং প্লেস হিসাবে। প্রাইভেট কেবিন, অল্প আলো সব ব্যবস্থাই রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের লক্ষ্য করে বানানো এসব ক্যাফের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিশ্চিন্তে ডেটিং করার নিশ্চয়তা। তাই ব্যবসাও তাদের ভালো, সারাদিন ভিড় লেগেই থাকে।

ফার্মগেটের ইন্দিরা রোডে এক ভবনে কয়েকটি সাইবার ক্যাফে রয়েছে। সেখানে এ ধরনের ছবি তোলা হতে পারে। ফার্মগেটের ইন্দিরা রোডে যাওয়া হলো দুপুরের দিকে। তেজগাঁও কলেজের পাশেই কয়েকটি ভবন। মাহবুব প্লাজা এগুলোর একটি। ৪/এ ইন্দিরা রোডের এই ভবনটির তিনতলা ও চারতলায় রয়েছে বেশ কয়েকটি সাইবার ক্যাফে। ভবনের বারান্দায় সবসময়ই ছেলে-মেয়েদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এরা সবাই বুথ খালি হবার অপেক্ষায় থাকে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই ভবনের সাইবার ক্যাফগুলোতে প্রচন্ড ভিড় লেগে থাকে। ভবনের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে দেখা গেল তিনতলা ও চারতলা থেকে ছেলে-মেয়েরা নেমে আসছে। তিনতলায় রয়েছে জান, ডিজিটেক, ঢাকা সাইবার ক্যাফে। এছাড়াও এই তলায় আরো কয়েকটি সাইবার ক্যাফে রয়েছে। সবগুলো সাইবার ক্যাফেরই ব্যবসার ধরন একই। প্রেমিক-প্রেমিকা জুটি তাদের টার্গেট। ছোট ছোট খুপরি ঘরে তারা বসে থাকে ঘন্টার পর ঘন্টা। প্রতি ঘন্টায় খরচ ৩০/৪০ টাকা। নিরিবিলিতে প্রেম করার এমন সুযোগ স্বাভাবিকভাবেই পছন্দ সবার। বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের। তাই দুপুর ১টার দিকে গিয়ে দেখা যায় সাইবার ক্যাফেটি হাউজফুল। সন্ধ্যার পর অবশ্য এই ভিড় কমে যায়। মাহবুব প্লাজার চারতলায়ও রয়েছে এই ধরনের আরো ৫/৬টি সাইবার ক্যাফে। ছবিগুলোর সঙ্গে প্রতিটি সাইবার ক্যাফের ইনটেরিয়র মিলিয়ে দেখা হয়েছে। ছবির সাইবার ক্যাফের সঙ্গে এগুলোর হুবহু মিল নেই। মাহবুব প্লাজায় বিভিন্ন জুটির সঙ্গে কথা হয়। তারা কেন আসে প্রশ্ন করা হলে একজন মেয়ে ২০০০কে বলেন, 'কোথাও একটু নিরিবিলি সময় কাটাতে পারি না। চারপাশে মানুষ আর মানুষ। শান্তিমত কথা বলার জায়গাটা পর্যন্ত এ শহরে নেই। আমরা কি করবো।' হলিক্রস কলেজে পড়ুয়া একজন ছাত্রী জানালেন, সুমনের সিডির খবর তিনি জানেন। এজন্য কোনো বাসায় ডেটিং করতে তিনি ভয় পান। মাহবুব প্লাজার সাইবার ক্যাফেতে মাঝে মাঝে এসে প্রেমিকের সঙ্গে সময় কাটান। এতে তিনি দোষের কিছু দেখেন না। এই মেয়েটিকে যখন সাইবার ক্যাফেতেও ক্যামেরা থাকতে পারে জানানো হয় তখন তিনি আঁৎকে ওঠেন। বিশ্বাস করতে চান না।

জানা যায়, মোহাম্মদপুর ইকবাল রোডে এমন সাইবার ক্যাফে পর্যন্ত আছে যেখানে ইন্টারনেট লাইন সব সময় ডাউন থাকে। তারপরও জুটিদের ভিড় থাকে সবসময়। ধানমন্ডি ৯/এ, ৩/এ, মিরপুর ১ নম্বর, ১০ নম্বর ঘুরে দেখা হয়েছে সাইবার ক্যাফেগুলোর সবগুলোতেই হরদমসে চলছে যুগলদের আসা-যাওয়া। আর এই ডেটিং প্লেস হবার প্রধান কারণ হচ্ছে খুপরি ঘর। একান্ত নিরিবিলি পরিবেশ পেলে প্রেমিক-প্রেমিকারা হয়তো আরো অন্তরঙ্গ হতে চান। কিন্তু তারা কি জানেন তাদের মাথার ওপর থাকতে পারে ক্যামেরা!

সাইবার ক্যাফেগুলোতে এই খুপরি ঘর কালচার এসেছে সম্প্রতি। চ্যাটিংয়ের কারণে এক সময় সাইবার ক্যাফেতে ভিড় ছিল টিনএজারদের। অবশ্য এখনও টিনএজাররা আসে তবে সেই আকর্ষণ এখন আর নেই। ভিড়ও আগের মতো নেই। ফলে সাইবার ক্যাফে ব্যবসায়ীরা হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত। যারা ব্রান্ড উইডথ ভাড়া, দোকান ভাড়া দিয়ে খরচ উঠাতে পারছিল না তারা চলে যায় খুপরি ঘর ব্যবসায়। ডেকোরেশনটা শুধু একটু পরিবর্তন করতে হয়েছে। আর লাভ বেড়ে গেছে কয়েকগুণ।

এই রকম কোনো একটি খুপরি ঘর সাইবার ক্যাফ থেকে ছবিগুলো তোলা হয়েছে। হয়তো সাইবার ক্যাফেটি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজের আশপাশে। ছবিতে যাদের দেখা যায়, তারা সবাই ছাত্র-ছাত্রী। তাদের তারুণ্যের উজ্জ্বলতাকে পুঁজি করে এসব ক্যাফে ব্যবসায়ীরা খুপরি ঘরের আয়োজন করে আকর্ষণ বাড়ানোর চেষ্টা করে। পরবর্তীতে ছবি তুলে পর্নো বাজারে বিক্রি করে দেয়।

ধানমন্ডির এক সাইবার ক্যাফে ব্যবসায়ী বলেন, 'সাইবার ক্যাফেতে খুপরি ঘর কালচার আসার পর এসব হচ্ছে। বিশ্বের কোথাও সাইবার ক্যাফেতে এমন খুপরি ঘর নেই। এতটা প্রাইভেসির কি প্রয়োজন?' আমাদের বক্তব্য সেখানে নয়। খুপরি ঘর থাকবে কি থাকবে না সে বিতর্কে আমরা যেতে চাচ্ছি না। আমরা বলতে চাচ্ছি এ ধরনের বিকৃত মানসিকতা থাকবে কেন? এখন হয়তো সাইবার ক্যাফেতে ক্যামেরা বসানো হয়েছে, কিছুদিন পর হয়তো আমরা দেখবো আপনার বেডরুমে এই ক্যামেরা চলে গিয়েছে। দেখা যাবে আপনাকে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ মুহূর্তে। ব্ল্যাক মেইলিং করবে আপনাকে। বাধ্য হয়ে আপনাকে মানতে হবে তাদের কথা।

পার্কে বসে গল্প করতে গেলে পুলিশ, মাস্তান আর ভিক্ষুকদের উপদ্রব। পুলিশ এমন আইনের বর্ণনা দেবে যেন প্রেম করাটাই সবচেয়ে বড় অপরাধ। মাস্তানদের হাত থেকে বাঁচার তো কোনো সম্ভাবনাই নেই। তাহলে কি আমরা প্রেমহীন প্রজন্ম হিসেবে দেখতে চাই পরবর্তী প্রজন্মকে? রক্ষণশীলদের কেউ কেউ হয়তো বলবেন, প্রেম হলেই বা এমন করবে কেন? এর উত্তর দেবার প্রয়োজন নেই, কেননা এমন ধারণা হিপোক্রেসিরই নামান্তর

নিয়ন্ত্রণহীন সাইবার ক্যাফে ব্যবসা

কয়েক বছর হয়ে গেলেও এখনও সাইবার ক্যাফে ব্যবসার জন্য হয়নি কোনো নীতিমালা। মাত্র ৩০০/৪০০ টাকার বিনিময়ে একটি ট্রেড লাইসেন্স জোগাড় করে যে কেউ আসতে পারেন এই ব্যবসায়। মোট কতজন এখন এই ব্যবসা করেন তার কোনো হিসাব নেই। কেউ হিসাব রাখার প্রয়োজনও বোধ করেন না। বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সভাপতি সবুর খানকে এ প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'সাইবার ক্যাফে আমাদের দেশের তথ্য প্রযুক্তি বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে এখানে এ ধরনের ঘটনা কাম্য নয়। তবে সব সাইবার ক্যাফে যে এ ধরনের কাজ করছে তা বলা যাবে না। যারা করছে তাদের ঠেকানোর দায়িত্ব আমাদেরই।'

প্রতিদিন যেমন নতুন সাইবার ক্যাফে হচ্ছে তেমনি প্রতিদিন কোনো না কোনো সাইবার ক্যাফে বন্ধ হচ্ছে। ব্রডব্যান্ড লাইন আসার পর মানুষের সাইবার ক্যাফেতে যাওয়া কমে গিয়েছে। তারপরও যাদের বাসায় কম্পিউটার নেই তারা যাচ্ছে সাইবার ক্যাফেতে। বড় বড় সাইবার ক্যাফেগুলোতে গেলে দেখা যাবে, একজন মা এসেছেন বিদেশে পড়তে যাওয়া ছেলেকে মেইল পাঠাতে। একজন বন্ধু খবর নিচ্ছেন আরেক বন্ধুর শিক্ষার্থীরা যাচ্ছেন তথ্যের সন্ধানে। টিনএজাররা যায় তাদের বিনোদনে চ্যাটিং করতে। সবাই চায় এখানে একটি সুন্দর পরিবেশ বিরাজ করবে। কিন্তু বেশিরভাগ সাইবার ক্যাফের পরিবেশ সেরকম নেই। কারণ তাদের নিয়ন্ত্রণ করার কেউ নেই। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে গঠিত হয়েছে সাইবার ক্যাফে ওনার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (সিসিওএবি) নামে একটি সমিতি। এই সমিতি মে মাসের ১ তারিখ থেকে ৩ তারিখ পর্যন্ত তিন দিনব্যাপী করে যাচ্ছে 'ফেয়ার ব্রাউজিং' স্লোগানে একটি মেলা। সমিতির আহ্বায়ক ও ব্লু প্লানেট সাইবার ক্যাফের নির্বাহী পরিচালক আরিফ আহমেদ ২০০০কে বলেন, 'সাইবার ক্যাফে ব্যবসায় ভাবমূর্তি ধরে রাখার দায়িত্ব আমাদের। সাইবার ক্যাফেতে এ ধরনের ছবি তোলার ঘটনা খুবই দুঃখজনক। স্বীকার করতে অসুবিধা নেই, লাভজনক ব্যবসা মনে করে কিছু বিকৃত মানসিকতার ব্যবসায়ীরাও এখন সাইবার ক্যাফে দিয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি এ ধরনের প্রবণতা রোধ করতে। এ ব্যাপারে সরকারের সহযোগিতাও প্রয়োজন। আমরা চাই এখানে সুস্থ পরিবেশ বিরাজ করুক।' কিছু অসাধু ব্যবসায়ীরা খুপরি ঘর করে ব্যবসাকে চাঙ্গা করছেন। খুপরি ঘর হয়েছে শুধু প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্য নয়। এখানে সম্পন্ন ঘরের কিশোর কিশোরীরা বাড়ির কম্পিউটারে যা পাবেনা তা খুঁজতে এখানে আসে। বন্ধ ঘরে ঘন্টার পর ঘন্টা পর্নো ছবি, অন লাইন পর্নো ম্যাগাজিনে ব্রাউজিং করে।

ব্ল্যাকমেইল হতে পারেন যেকোনো সময়

সুমন-পিন্টুর ভিডিও কয়েকজন নারীর জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। এই নারীরা কোনো অপরাধ করেনি। করেছিল ছোট্ট একটা ভুল। তারা বিশ্বাস করেছিল সুমনের কথাকে, বন্ধুত্বকে, হয়তো ভালোবাসাকে। আমাদের সমাজ ভালোবাসে একজন নারীকে অভিযুক্ত করতে। বিনা দোষে তাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর মধ্যে আমরা পৈশাচিক এবং বিকৃত আনন্দ পাই। সুমনের সিডির প্রতিবাদ করতে পারেননি এর শিকার নারীরা। বরং তারা সব সময়ই ভীত থেকেছেন তাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের কথা মনে করে। সুমন-পিন্টুর এই সিডি দেখিয়ে তাদেরকে ব্ল্যাকমেইলও করেছে অনেকে।

একই ঘটনা ঘটতে পারে সাইবার ক্যাফের এমন ক্ষেত্রে। যাদের বিকৃত মানসিকতায় এমন চিন্তার জন্ম হয় তারা এ ধরনের কাজ করতেই পারে। আর স্বাভাবিকভাবেই ব্ল্যাকমেইল করা হবে মূলত মেয়েটিকে। এমন বিপদ থেকে নিজেকে নিরাপদে রাখার জন্য নিজেকেই ভাবতে হবে। মনে রাখতে হবে আপনি বাস করেন এমন নগরে যেখানে নাগরিকতা বলে কিছু নেই। থাকেন এমন সভ্যতায় যেখানে অসভ্যতাই স্বাভাবিক আচরণ। যেখানে প্রেম এখনও অর্ধ স্বীকৃত, কিন্তু প্রেমসুলভ আচরণ অস্বীকৃত। সব জায়গায় ওঁৎ পেতে আছে সুমনরা। তাদের হাই টেক পদ্ধতি থেকে সাবধানে থাকুন। সামাজিকভাবে সরকার ও পরিবারকে চিন্তা করতে হবে ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিক বিকাশের কথা মাথায় রেখে। মাথা কেটে ফেলে মাথা ব্যথা বন্ধ করার কথা বলে লাভ নেই। সারা পৃথিবীর ছেলেমেয়েদের অভিভাবকরা ভাবেন সন্তানদের নিরাপত্তার কথা। আমরা বলি গোপনীয়তার কথা। আমাদের এক কলিগ কিছুদিন আগে এক কর্মশালায় গিয়ে কনডম/এইডস বিষয়ক আলোচনায় জানতে পারে ব্রাজিলে ১২ বছর বয়সী স্কুল ছাত্রদের কনডম দেয়া হয়। এতে আপত্তি করে কেউ কেউ। বিষয়টিতে আপত্তি নেই, তবে আপত্তি হলো বয়স নিয়ে। বিতর্কের মধ্যে এক জার্মান সাংবাদিক বললেন, ইয়োর লাইফ ইজ বিগার দ্যান ইয়োর ব্লাডি মোরাল।

সরকার, সমাজ ও পরিবারকে মনে রাখতে হবে বাড়িতে সামাজিকভাবে ছেলেমেয়েদের মেলামেশা করতে দিতে হবে। তাদের চলাফেরা, বেড়াবার মতো পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে। মিউজিয়াম গ্যালারিকে আকর্ষণীয় করতে হবে।

একটি ছবি বদলে দিতে পারে আপনার সন্তানের জীবন। অথচ সে কোনো অপরাধ করেনি।

এই রকম কোনো একটি খুপরি ঘর সাইবার ক্যাফ থেকে ছবিগুলো তোলা হয়েছে। হয়তো সাইবার ক্যাফেটি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজের আশপাশে। ছবিতে যাদের দেখা যায়, তারা সবাই ছাত্র-ছাত্রী। তাদের তারুণ্যের উজ্জ্বলতাকে পুঁজি করে এসব ক্যাফে ব্যবসায়ীরা খুপরি ঘরের আয়োজন করে আকর্ষণ বাড়ানোর চেষ্টা করে। পরবর্তীতে ছবি তুলে পর্নো বাজারে বিক্রি করে দেয়।

পাদটীকা : *সাইবার ক্যাফের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের কথা আমাদের বলা উচিত ছিল। সারা পৃথিবীতে সাইবার ক্যাফেগুলো থাকে খোলামেলা। সবাই পাশাপাশি বসে কাজ করছে। সেখানে প্রেমিক-প্রেমিকাও আছে। কিন্তু আমরা নিয়ন্ত্রণের কথা, স্পেস ডিজাইন নিয়ে রূপরেখা দিতে পারতাম। কিন্তু দেয়া হলো না কোনো লাভ হবে না বলে। এখানে পুলিশ বিভাগ তৎপর হয়ে উঠবে, ডিজাইনার হয়ে যাবে। কোনো কোনো পুলিশ এ লেখা পড়ে গিয়েই হানা দেবে, নিজের পকেট স্ফীত করতে।*

আমাদের এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য যুগলদের সাবধান করে দেয়া। সমাজের বিকৃত রুচির মানুষদের সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা। অনুসন্ধানের পর আমরা সচেতনভাবেই কিছু তথ্য গোপন করেছি। যেন সাইবার ক্যাফের সম্পর্কে সরাসরি তথ্য কেউ পেয়ে না যায়। আশংকা ছিল এতদিন পর্যন্ত ব্ল্যাকমেইল একপক্ষ করতে পারে। আর পূর্ণাঙ্গ তথ্য দিলে নীল পোশাকধারীরা যে দ্বিতীয় পক্ষ হিসেবে ব্ল্যাকমেইলে নামবে না তার নিশ্চয়তা কি?

বিশেষ সহযোগিতায় : **সাদিক মোহাম্মদ আলাম**